Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-II, October 2018, Page No. 85-95
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রাচীন গ্রীকদর্শনে জ্ঞানতত্ত্বঃ একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

অতসী মহাপাত্র
সহকারী অধ্যাপিকা, শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা সরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয়, চকশ্রীকৃষ্ণপুর, কুলবেড়িয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Epistemology is the branch of Philosophy, which concerned with the knowledge. It studies the nature of knowledge, justification and the rationality of belief etc. The term epistemology comes from the Greek word 'episteme' means knowledge and 'Logos' means studies, so it's meaning is 'studies of knowledge'. So Epistemology is the investigation of the nature of knowledge itself. Its study focuses on our means for acquiring knowledge and how we can differentiate between truth and falsehood. Modern Philosophy generally involves a debate between rationalism and empiricism. Rationalist believes that knowledge is acquired through the use of reason or reason is the keyword of knowledge, while the empiricists assert that knowledge is gained through sense-experiences. But, of these epistemological discussions are does not exist in ancient Greek Philosophy. Ancient Greek Philosophy is divided by three periods such as, pre Socratic period (600-430 B.C), Socratic period (430-320 B. C.) and after Aristotle period (320 B.C-529 A.D). From Thales who often considered the first western philosopher to the stoics, and sceptics, ancient Greek philosophy opened the doors to a particular way of thinking that provided the root for the western intellectual tradition. There are arising some questions: What can we know? How can we know it? What is knowledge? Is human being trustworthy? Can our senses be trusted? What is the difference between opinion and knowledge? etc. This paper demonstrates different philosophical views of the theory of knowledge in Ancient Greek Philosophy.

Keywords: Epistemology; investigation; rationalism; empiricism; ancient Greek philosophy.

১) সুচনাঃ জ্ঞানতত্ত্ব হল দর্শনের এমন একটি শাখা, যেখানে জ্ঞানের স্বরূপ, শর্ত, সীমা সম্ভাবনা প্রভৃতি নানাবিধ জ্ঞানের বিষয় আলোচিত হয়। আধুনিককালে জ্ঞানতত্ত্ব শুধুমাত্র দর্শনের একটি শাখাই নয়, তা একটি স্বতন্ত্রশাস্ত্র হিসাবে পরিগনিত হয়েছে। তবে প্রাচীন গ্রীকদর্শনে দর্শনতত্ত্বের বিভিন্ন শাখা উপশাখার সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায় না। তৎকালীন সমাজে পূর্বস্থিত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, বিভিন্ন প্রকার আধিদৈবিক বিশ্বাসগুলিকে বর্জন করে প্রথম দার্শনিক থেলসের ভাবনাচিন্তার সুত্রধরেই প্রাচীন গ্রীকদর্শনের উৎপত্তি ঘটে। প্রাচীন গ্রীকদর্শনকে তিনটি যুগে বিশ্লেষণ করা যায়- ১) গ্রীকদর্শনের প্রথম যুগ যা প্রাক সক্রেটিস যুগ নামে খ্যাত (৬০০-৪৩০ খিস্টপূর্বাব্দ), ২) গ্রীকদর্শনের দ্বিতীয় যুগ বা সক্রেটিসের যুগ (৪৩০- ৩২০ খিস্টপূর্বাব্দ), এটি প্লেটো ও এরিস্টটলের যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৩) এরিস্টটলের পরবর্তী যুগ, যা ৩২০ খিস্টপূর্বাব্দ – ৫২৯ খিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।[১] আলোচ্য প্রবন্ধে

এই তিনটি যুগে গ্রীক-দার্শনিকদের জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা কিরূপ ছিল সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন গ্রীকদর্শনে বিভিন্ন দর্শনতত্ত্বের পটভুমিতে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার স্বরূপ বিচার বিশ্লেষণ করাই হল এই প্রবন্ধের মুল উদ্দেশ্য।

২) গ্রীকদর্শনের প্রথম যুগঃ গ্রীকদর্শনের এই যুগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় - প্রাক সোফিস্টযুগ ও সোফিস্ট যুগ। প্রাচীন গ্রীকদার্শনিকরা ছিলেন জ্ঞানের ব্যাপারে সত্যানুন্ধানী। জ্ঞান ও সত্যের সন্ধান হল তাদের মুল লক্ষ্য। তবে প্রাক-সোফিস্টরা বস্তুগত সত্যের এবং সোফিস্টরা মানুষের স্বরূপ নিয়ে আলোচনায় বিশেষভাবে আগ্রহী।

২.১ প্রাক সোফিস্ট দর্শনঃ সোফিস্ট-পূর্বযুগে একাধিক সংখ্যক দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্নলিখিত দর্শনসম্প্রদায়ের অভিমত আলোচিত হয়েছে এই অংশে। এরা হলেন- মিলেনেশীয় দর্শন, পিথাগোরাস, পারমিনাইডিস, হিরাক্লিটাস ও পরমাণূবাদী দার্শনিকগণ।

২.১.১ মিলেনেশীয় দর্শনসম্প্রদায়ঃ মিলেনেশীয় দার্শনিকগন জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনার পরিবর্তে আধিবিদ্যক বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছেন। এক্ষেত্রে তারা একটি একক সত্তা থেকে জগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন থেলস জলকে, অ্যানাক্সিমেনেস বায়ুকে, অ্যানাক্সিম্যান্ডার সীমাহীনকে জগতের আদিকারন বলে স্বীকার করেছেন।বিশ্বব্রহ্মান্ডের উৎপত্তির স্বরূপ ব্যাখ্যাই ছিল এই দর্শনের প্রথম ও প্রধান সমস্যা। এক্ষেত্রে তাদের মুল প্রশ্ন হল দুটি বিশ্বব্রহ্মান্ডের মুলতত্ত্বের স্বরূপ কি এবং স্থায়ী মুল জগত থেকে কিভাবে দৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি ঘটে?[২] - এই দুটি প্রশ্ন থেকেই মানবমনের স্বাভাবিক সন্দেহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে তারা জ্ঞানের স্বরূপ, শর্ত, সীমা, সম্ভাবনা সর্ম্পকে কোন আলোচনা ছাড়াই মানব মনের জাগ্রত বিষয়ের জ্ঞানলাভের ক্ষমতা স্বীকার করেছেন। এই অর্থে মিলেনেশীয় দর্শনসম্প্রদায়কে বিচার বিযুক্তবাদী বলে আখ্যায়িত করা যায়। এরূপ চিন্তাভাবনার ক্রমবিকাশ ধারায় পরবর্তীকালে জ্ঞান সম্পর্কিত সূক্ষ্ম চিন্তার উদ্ভব ঘটেছে।

২.১.২ পিথাগোরাসের দর্শনঃ পিথাগোরাসের দর্শনে গনিতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে জগতকে ব্যাখ্য করেছেন। তাঁর মতে, সংখ্যা হল বস্তু এবং বস্তু হল সংখ্যা। সংখ্যাই হল জগতের বীজ এবং সৃষ্টির মুলতত্ত্ব।[৩] যাবতীয় সংখ্যা এবং বস্তুর মুল সংখ্যা এক থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সংখ্যার দ্বারা এই জগত গঠিত। পিথাগোরাস লক্ষ্য করেছিলেন যে জগতে সংখ্যার গুরুত্ব সর্বাধিক তাই তিনি সংখ্যাকে জগতের আদি কারন[৪] বলে স্বীকার করেন। তবে পিথাগোরাস আধুনিক অর্থে বুদ্ধিবাদী না অভিজ্ঞতাবাদী-এর কোন নিশ্চিত উত্তর পাওয়া যায় না। জ্ঞান সম্পর্কে তিনি পর্যবেক্ষন ও পরিক্ষণকে সমর্থন করেন, আবার গানিতিক নিয়ম, অবরোহ পদ্ধতি প্রভৃতির প্রতি আকর্ষণ থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি অভিজ্ঞতাবাদকে বর্জন করে বুদ্ধিকে জ্ঞানলাভের উপায় বলে মনে করতেন। এই অর্থে পিথাগোরাসকে বুদ্ধিবাদী বলা চলে।

২.১.৩ পারমিনাইডিসের দর্শনঃ প্রাচীন গ্রীকদর্শনে জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনার সর্বপ্রথম পরিচয় পাওয়া যায় পারমিনাইডিসের ভাবনার মধ্যে। তিনি সত্তাকে একমাত্র তত্ত্ব বা বস্তুর মৌলিক নীতি বলে স্বীকার করেন। একে ত্রকমাত্র বুদ্ধির দ্বারা লাভ করা যায়। তিনি পিথাগোরাস সম্প্রদায়ের গানিতিক পদ্ধতিকে দার্শনিক সমস্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। সত্তা হল অসত্তার বিপরীত। তাঁর মতে, নিছক শুন্য থেকে কোন কিছুর সৃস্টি হতে পারে না। সত্তা সম্পর্কে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কোন কথা বলা যায় না। এটি হল এক অনাদি কালহীন বর্তমান বিষয়। পারমিনাইডিস বলেন এটি হল পরিপূর্ণ অখন্ড সত্তা।

পারমিনাইডিস হলেন গ্রীকদর্শনে প্রথমব্যক্তি যিনি তাঁর দর্শনে ইন্দ্রিয় ও বিচারবুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য করেন।[৫] তাঁর মতে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জগতে পরিবর্তনশীল অবভাসের তথা অসত্তার জ্ঞানলাভ করা যায়। মিথ্যাজ্ঞান ও অলীকতার উৎস হল ইন্দ্রিয়। সত্য ও যথার্থ সত্তাকে বিচারবুদ্ধি ও চিন্তার মাধ্যমে জানা যায়। ইন্দ্রিয় নয়, বিচারবুদ্ধি হল সত্যকে

জানার একমাত্র উপায়। এইভাবে পারমিনাইডিস ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার পরিবর্তে বুদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

২.১.৪ হিরাক্লিটাসের দর্শনঃ হিরাক্লিটাস মনে করেন জগতের পরম উপাদান হল অগ্নি, যা থেকে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি ঘটেছে। হিরাক্লিটাসের দর্শনতত্ত্ব হল এলিয়ার দর্শনতত্ত্বের বিপরীত। কারণ এলিয়ার দার্শনিকরা সত্তার যথার্থ অস্তিত্ব স্বীকার করেন, পরিবর্তনকে অলীক বলে চিহ্নিত করে ভবনকে অস্বীকার করেন। কিন্তু হিরাক্লিটাসের মতে, একমাত্র ভবনেরই অস্তিত্ব রয়েছে। তাই সত্তা, স্থায়িত্ব ও অভেদত্ব সবই অলীক। কারণ দ্রব্যই যে নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে তা নয়, সমস্ত জগত নিয়ত গতিশীল ও পরিণামশীল। এই পরিণাম হল জগতের ধর্ম। একমাত্র পরিবর্তনশীলতারই যথার্থ অস্তিত্ব রয়েছে।

পারমিনাইডিসের মতোই হিরাক্লিটাস ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাকে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বলে। এরূপ জ্ঞান আত্মগত ও ভ্রান্তিজনক অর্থাৎ এই প্রকার জ্ঞান নির্ভরযোগ্য নয়, তাই তিনি মনে করেন ইন্দ্রিয়ের উপর ভিত্তি করে সঠিক তথ্যকে জানা যায় না। একমাত্র বুদ্ধির দ্বারা যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়। ভবন যে একমাত্র সত্য তা বুদ্ধির দ্বারা বোধগম্য হয়। হিরাক্লিটাসের মতে, মানুষ বিচার বুদ্ধির সাহায্যে ঐক্যকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করে। মানুষের এই প্রকার বিচারবুদ্ধি হল সার্বিক বিচারবুদ্ধির অংশমাত্র। তাই মানুষের উচিত বিচারবুদ্ধির সাহায্যে সত্যকে উপলব্ধির জন্য সচেষ্ট হওয়া।

হিরাক্লিটাসের মতে, জ্ঞান হল একটি আপেক্ষিক বিষয়, যদিও এর সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।[৬] জ্ঞান এমন কোন স্থির বিষয় নয়, যা সর্বসাধারণ একই ভাবে জানতে পারে। জ্ঞান ক্ষেত্র বিশেষে পরিবর্তিত হয়। সাধারণ মানুষরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে থাকে, তবে তা ভ্রান্ত ও অধ্যাসজনক। তাই ইন্দ্রিয়ের পরিবর্তে বিচারবুদ্ধি জ্ঞানলাভের সঠিক উপায় হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে তিনি জ্ঞানের প্রয়োগযোগ্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, জ্ঞান কোন আধ্যাত্মিক বিষয় নয়, মানুষ নিজের প্রয়োজনে জ্ঞান অর্জন ও ব্যবহার করে থাকে। জ্ঞানের জন্য জ্ঞান নয়, মানুষের ব্যবহারের জন্য তথা, জীবনের জন্য জ্ঞান। সঠিক ও সুন্দর জীবন পরিচালনার জন্য জ্ঞানার্জন আবশ্যক। হিরাক্লিটাসের এই জ্ঞান বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীতে জেমসের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

২.১.৫ গ্রীক-পরমাণুবাদী দর্শনঃ গ্রীকপরমাণুবাদী দার্শনিকগণ যথা ডেমোক্রিটাস ও লিউকিপাস যথার্থ ও মিথ্যাজ্ঞানের মধ্যে পাথর্ক্য নির্দেশ করে তাঁদের জ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।[৭] তাদের মতে বস্তু থেকে নির্গত হওয়া একাধিক প্রতিকৃতির মধ্যে যখন একটি অন্যটির পথে বাধা সৃষ্টি করে, তখনই অধ্যাসের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে কোন বাধা ছাড়াই যখন বস্তু থেকে আগত কোন প্রতিকৃতি সরাসরি কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারে প্রবেশ করে তখনই যথার্থ জ্ঞান পাওয়া যায়। গ্রীক-পরমাণুবাদীদের মতে, বস্তু থেকে আগত কোন প্রতিকৃতি যদি ইন্দ্রিয় প্রদত্ত প্রতিকৃতির সদৃশ হয়, তবে প্রকৃত জ্ঞান সম্ভব হয়। বস্ত থেকে নিঃসৃত প্রতিকৃতির মাধ্যমে ডেমোক্রিটাস স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, দেবদেবীতে বিশ্বাসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি যে সব গুণাবলী আমরা বস্তুতে আরোপ করি, সেগুলি বাহ্যবস্তু সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলমাত্র। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান আসলে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান নয়, বস্তু কিভাবে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় সেই বিষয়ের জ্ঞান। আধুনিক দর্শনে মুখ্যগুণ ও গৌনগুণের যে পাথর্ক্য তার পূর্বাভাস গ্রীক-পরমাণুবাদে লক্ষ্য করা যায়।

পরমাণুবাদীদের মতে, বস্ত থেকে নিঃসৃত প্রতিকৃতি যখন ইন্দ্রিয়েরে দ্বারে আঘাত হানে, এবং আত্মায় পরিবর্তন ঘটায় তখনই ইন্দ্রিয়ানুভুতি সম্ভব হয়। বস্ত থেকে নিঃসৃত প্রতিকৃতি বস্তুর অবিকল নকল নয়, তাই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত। বুদ্ধি বা চিন্তার মাধ্যমে সঠিক জ্ঞান লাভ করা যায়। এইভাবে পরমাণুবাদী দার্শনিকগণ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ ও বুদ্ধির মধ্যে পাথর্ক্য করেন এবং বুদ্ধিকেই যথার্থ জ্ঞানের উৎস ও আকর বলে অভিহিত করেছেন।[৮] এই অর্থে তাঁদের বুদ্ধিবাদী চিন্তাবিদ বলা চলে। তবে তাঁদের মতে, বুদ্ধি বা চিন্তা কখনই ইন্দ্রিয়

প্রত্যক্ষণকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। কারণ বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত জ্ঞানকে স্পষ্ট ও পরিপুর্ণ করে তোলে। তাই পরমাণুবাদীরা বলেন, বুদ্ধি হল আত্মার যথার্থ বৃত্তি। ফলে তারা আত্মা ও বুদ্ধিকে এক ও অভিন্ন বলে অভিহিত করেছেন।

২.২ সোফিস্ট দর্শনঃ সোফিস্ট-পূর্ব যুগে দর্শন চিন্তার মুল বিষয়বস্তু ছিল জগত। কিন্তু সোফিস্ট যুগে এই ভাবনার পরম্পরাগত পরিবর্তন ঘটে। কারণ সোফিস্টদের মতে, জগত নয়, মানুষের দার্শনিক ভাবনার মুল বিষয় মানুষ নিজেই। পূর্ববর্তী প্রায় সকল দার্শনিকগণ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের পরিবর্তে বুদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বুদ্ধিকেই যথার্থ জ্ঞানের উৎস বলে স্বীকার করেন।[৯] কিন্তু সোফিস্টদের মতে, জ্ঞান ও জ্ঞানীয় বিষয় হল সম্পুর্ন ভাবে ইন্দ্রিয় নির্ভর। এই প্রকার জ্ঞান যেহেতু ইন্দ্রিয়-ভিত্তিক, সেহেতু তা ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই জ্ঞানের কোন সার্বিক মানদন্ড নির্দেশ করা যায় না। এইভাবে সোফিস্টরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অভিজ্ঞতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এইযুগের দুইজন প্রধান ভাষ্যকার হলেন প্রোটোগোরাস ও জর্জিয়াস।

২.২.১ প্রোটোগোরাসের দর্শনঃ সোফিস্ট দর্শন সম্প্রদায়ভুক্ত অন্যতম একজন দার্শনিক হলেন প্রোটোগোরাস। তাঁর দর্শনের মুল বক্তব্য হল মানুষ হল যাবতীয় বিষয়ের মানদণ্ড। মানুষই সব কিছু বিচারের মাপকাঠি। যা আছে, তা সত্য, যা নেই তা সত্য নয়।[১০] ইন্দ্রিয়ানুভবে যা প্রদত্ত হয় তাই সত্য, বাকি সব কিছু মিথ্যা। জ্ঞানমাত্রই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তিমনের উর্দ্ধে সত্য পরিমাপক কোন উচ্চতর মানদন্ড নেই। ব্যক্তিগত আবেগ ও অনুভুতি ব্যতিরেকে স্বাধীন আবশ্যকীয় বা বস্তুগত সত্য বলে কিছু হয় না। ফলে একই বস্তু বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্ন রূপে জ্ঞাত হয়। জ্ঞান বলতে পুর্ববর্তী দর্শনে যা বোঝানো হয়, প্রোটোগোরাসের মতে তা সম্ভব নয়। এর ফলে বস্তু স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। এইভাবে প্রোটোগোরাস সার্বজনীন সত্যের পথ রুদ্ধ করে জ্ঞানের সম্ভাবনার পথ বিনষ্ট করেছেন।

২.২.২ জর্জিয়াসের দর্শনঃ এই যুগের অপর একজন দার্শনিক হলেন জর্জিয়াস। তিনিও প্রোটোগোরাসের মতো বিশ্বসত্তা, প্রকৃতিসত্তার জ্ঞান সম্পর্কে সংশয়বাদী। পরিবর্তনশীল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার উর্দ্ধে কোন সত্তাকে বুদ্ধির মাধ্যমে লাভ করা যায় কিনা সে বিষয়ে তিনি গভীর সংশয় পোষণ করেছেন। তাই তাঁর দর্শনের মুল বক্তব্য হল তিনটি যথা[১১] ১) কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। ২) যদি কোন কিছুর অস্তিত্ব থেকে থাকে, তবে তাকে জানা যায় না। ৩) তাকে প্রকাশ করা যায় না। পুর্ববর্তী দার্শনিকদের চিন্তায় বস্তুর স্বরূপ বিষয়ে স্ববিরোধী মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই জর্জিয়াসের মতে, বস্তুর যথার্থ অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। তিনি আরও বলেন যদি কোন ভাবে বস্তুকে জানা যায়, তবে তাকে যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ বস্তুর জ্ঞান তথা সংবেদন সর্বদাই ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন হয়। এইভাবে জর্জিয়াস জাগতিক বিষয়াদিকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তোলার চেষ্টা করেন।

৩। প্রাচীন গ্রীকদর্শনে দ্বিতীয় যুগঃ গ্রীকদর্শনের দ্বিতীয় যুগে জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা পরিপুর্ণতা অর্জন করে। এই যুগে প্লেটোর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞানতত্ত্বের চরম উৎকর্ষতা সাধিত হয়। এই যুগকে প্রাচীন গ্রীক দর্শনে 'সোনালী যুগ' বলা হয়। এই যুগে অন্যতম কয়েকজন দার্শনিক হলেন সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটল। নিম্নে উক্ত দার্শনিকদের জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচিত হলঃ

৩.১ সক্রেটিসের দর্শনঃ সক্রেটিসের দর্শন একান্তভাবে নীতিমুলক। অন্যান্য সোফিস্টদের মতো তিনি ছিলেন মানুষ ও মানুষর কর্তব্যের প্রশ্নে বিশেষভাবে আগ্রহী। তাঁর নীতিতত্ত্বের ভিত্তি হল জ্ঞানতত্ত্ব। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন অন্যায় অনাচার ও কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পন্থা হল সার্বিক জ্ঞানলাভ। তাঁর মতে জ্ঞান হল জিজ্ঞাসা ও অন্বেষণ। সদগুনই হল জ্ঞান। সক্রেটিসের জ্ঞানতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য হল তিনটি যথা- ১) জ্ঞান হল প্রত্যয় নির্ভর, ২) জ্ঞান হল আরোহ যুক্তিসংগত, ৩) বিচারবুদ্ধি হল জ্ঞানলাভের উপায়।[১২]

সক্রেটিসের মতে, সাধারণ মানুষের লব্ধ সকল প্রকার জ্ঞান হল প্রত্যয়ের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান।[১৩] প্রত্যয় হল সামান্য ধারণা যেমন মানুষ, ত্রিভুজ প্রভৃতি। প্রত্যয় গঠনকালে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত সকল বস্তুর মধ্যে স্থিত

সাদৃশ্যগুলি গ্রহণ করে এবং বৈসাদৃশ্যগুলি বর্জন করে প্রত্যয় বা সামান্য ধারণা গঠন করা হয়।[১৪] জ্ঞান মাত্রই প্রত্যয় নির্ভর হওয়ায় এর মাধ্যমে মানুষ সকল প্রকার জ্ঞান লাভ করে থাকে। এই জ্ঞানকে দুইভাগে ভাগ করা যায় -১) অপ্রকৃত জ্ঞান, যা অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল ২) প্রকৃত জ্ঞান, এটি চিরন্তন ও পরিবর্তনীয়। সক্রেটিসের মতে, প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী কোন মানুষ সকল প্রকার মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকেন।

সক্রেটিসের মতে, সামান্য ধারনা ও সংজ্ঞা এক ও অভিন্ন। প্রোটোগোরাসের অভিমতের সমালোচনা করে সক্রেটিস সর্বপ্রথম বলেন ব্যক্তির সংবেদন জ্ঞান হতে পারে না। কেননা তা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। ফলে বস্তুর মধ্যে একরূপতা বা সামান্য ধর্ম বলে কিছু থাকে না। স্থির প্রত্যয় কিভাবে লাভ করা যায় সে বিষয়ে আলোচনার জন্য সক্রেটিস সার্বিক সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অন্যান্য সোফিস্টদের অভিমত অস্বীকার করে তিনি বলেন সবকিছুই আপেক্ষিক নয়। সামান্য প্রত্যয় গুলি সর্বদাই এক ও অভিন্ন থাকে। বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের পরিবর্তন হলেও সংজ্ঞা অপরিবর্তনীয়। যেমন পৃথিবীতে সব মানুষের অবলুপ্তি ঘটলেও 'মানুষ বিচারবুদ্ধিশীল প্রাণী' এই সংজ্ঞা অপরিবর্তিত থাকবে।

সক্রেটিসের দর্শনে প্রত্যয় গঠনের পদ্ধতি হল আরোহ পদ্ধতি তথা বিশেষ থেকে সামান্যে উপনীত হবার পদ্ধতি[১৫]। সর্বজন স্বীকৃত সৎ আচরণের দৃষ্টান্ত গুলি সংগ্রহ করে তিনি সত্যতার প্রত্যয় গঠন করেন। এরিস্টটল দাবী করেন সক্রেটিস হলেন আরোহ পদ্ধতির প্রবর্তক। এই পদ্ধতিকে এরিস্টটল পরবর্তীকালে যুক্তিবিদ্যার দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। একে তর্ক বা ব্যবহারিক পদ্ধতি কিংবা সক্রেটিসের নামানুসারে 'সক্রেটিসের পদ্ধতি' নামে অভিহিত করা হয়।

প্রসঙ্গগত বলা যায় অন্যান্য সোফিস্টদের মতো তিনি কথোপকথনের পদ্ধতি ব্যবহার করলেও এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সক্রেটিস পূর্ব সোফিস্টরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করলেও প্রকৃত সত্য আবিস্কারের প্রতি লক্ষ্য না রেখে যেকোন ভাবে যুক্তির দ্বারা প্রতিপক্ষকে পরাজিত করত, কিন্তু সক্রেটিসের পদ্ধতির লক্ষ্যই ছিল সত্যকে আবিস্কার করা, অপরকে পরাজিত করা বা হেয় করা নয়। প্লেটোর মতে, সক্রেটিসের এই পদ্ধতি হল প্রকৃতপক্ষে দ্বান্দিক পদ্ধতি। এর মুল লক্ষ্য হল ১) সত্যকে আবিস্কার করা, যে সত্য সংজ্ঞার্থের আকারে প্রকাশিত হয় ২) এই পদ্ধতি সত্য আবিস্কারের করার জন্য অপরকে শিক্ষা দেয়- প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য হল জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করা।[১৬]

সক্রেটিসের মতে, যেহেতু আমরা প্রত্যয়ের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে থাকি, সেহেতু বিচারবুদ্ধি হল জ্ঞান লাভের উপায়। এক্ষেত্রেও সোফিস্টদের সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।[১৭] কারণ সোফিস্টদের মতে, জ্ঞানের উৎস হল ইন্দ্রিয় সংবেদন; প্রত্যক্ষ হল জ্ঞানের মুল ভিত্তি, যা স্থান, কাল, ব্যক্তি ভেদে পরিবর্তিত হয়। সক্রেটিস এই আপেক্ষিকতাবাদ বর্জন করে বুদ্ধিকেই জ্ঞানলাভের উপায় বলে স্বীকার করেন। তাঁর মতে বুদ্ধি সকল মানুষের ক্ষেত্রে একরূপ। তাই বুদ্ধিতে যা সত্য বলে প্রতিভাত হয়, তাই সত্য। এইভাবে সক্রেটিস জ্ঞানকে প্রত্যয়ের সঙ্গে অভিন্ন বলে অভিহিত করে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মানদণ্ড বর্জন করে বস্তুগত ভিত্তির উপর জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করে মানুষের বিশ্বাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

৩.২ প্লেটোর দর্শনঃ প্রাচীন গ্রীক দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় প্লেটোর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে।[১৮] তবে কোন একটি মাত্র ডায়লগে প্লেটোর জ্ঞানতত্ত্ব আলোচিত হয়নি। 'থিয়ায়িটিটাস' গ্রন্থে তিনি জ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি জ্ঞানের নঞর্থক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি প্রোটোগোরাস সহ অন্যান্য সোফিস্টদের জ্ঞান সংক্রান্ত মতবাদ খন্ডন করে বলেন ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষনের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান কখনো যথার্থ ও সুনিশ্চিত হতে পারে না। তিনি তাঁর দার্শনিক চিন্তায় ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার পরিবর্তে বৌদ্ধিক চিন্তনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই প্রোটোগোরাসের বক্তব্য যার

কাছে যা সত্য বলে প্রতিভাত হয়, তার কাছে তা সত্য একথা অস্বীকার করে প্লেটো বলেন এরূপ জ্ঞান স্ববিরোধী, স্থান, কাল পাত্র ভেদে পরিবর্তনশীল ব্যক্তিগত মানদন্ড স্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোন বিষয়ের উপলব্ধি হলেও তাকে জ্ঞান বলা যায় না অর্থাৎ জ্ঞানের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের কোন সম্বন্ধ নেই।[২০]

জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনায় প্লেটো সোফিস্টদের বক্তব্যের বিরোধিতা করে তিনি তাঁর গুরু সক্রেটিসের জ্ঞান মাত্রই প্রত্যয় নির্ভর। এই মুল বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে জ্ঞানতত্ত্বের সদর্থক দিক ব্যাখ্যা করেন। 'রিপাবলিক' গ্রন্থে তিনি জ্ঞানের প্রকৃতি ও স্তরভেদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ডায়লেক্টিক বা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি প্রত্যয় বা সামান্য ধারণা গঠন করেন। ব্যক্তিক সকল প্রকার অনুভুতি বর্জন করে বুদ্ধির ভুমিকা স্বীকার করে বলেন জ্ঞান মাত্রই বুদ্ধি নির্ভর এবং তা প্রত্যয়ের সঙ্গে অভিন্ন। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান মাত্রই আপেক্ষিক ও পরিনামী, তাই তা জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। জ্ঞানের বিষয় হবে স্থায়ী, শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়। তাই জাতি বা সামান্য হল যথার্থ জ্ঞানের বিষয়।[২১] তাঁর মতে, যথার্থ জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হল দুটি অভ্রান্ততা ও সৎবস্তু বিষয়তা। তাঁর মতে, সাধারণ মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পারে, তবে সেই জ্ঞানকে হতে হবে ভ্রান্তিহীন এবং সৎ অর্থাৎ যা কিছু অস্তিত্বশীল তার জ্ঞান।[২২] তিনি মতামত, সত্য বিশ্বাস ও ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সঙ্গে জ্ঞানের পার্থক্য স্বীকার করে বলেন জ্ঞান ভিন্ন অন্যান্য উপলব্ধিগুলিতে উক্ত দুটি বৈশিষ্ট্য না থাকায় তা জ্ঞান পদবাচ্য হতে পারে না।

জ্ঞানের সদর্থক দিকটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্লেটো মতামত এবং জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। মত হল নকল বা প্রতিরূপের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং জ্ঞান হল আসল বা আদর্শের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত।[২৩] এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝানর জন্য প্লেটো সরলরেখার উপমা, গুহার উপমা ব্যবহার করেছেন।[২৪] যাইহোক প্লেটো জ্ঞানকে চারটি স্তরে বিভক্ত করেন। এগুলি হল[২৫]-

১) সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ভিত্তিক কল্পনা, এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় হল ছায়ার ছায়া বা অনুকৃতির অনুকৃতি।

২) অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মতামত বা বিশ্বাস, এর সঙ্গে যুক্ত বিষয় হল ছায়া বা অনুকৃতি।

-এই দুটি বিভাগ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত।

৩) গানিতিক ও জ্যামেতিক জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত বোধ। এটি ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে উন্নতমানের হলেও জাতি বা আদর্শ আকারের বুদ্ধিগ্রাহ্যের তুলনায় নিকৃষ্ঠ। এই প্রকার বুদ্ধিগ্রাহ্য শর্তাধীন-এর জন্য পূর্ব স্বীকৃতি ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এরূপ জ্ঞানের বিষয় হল গানিতিক ও জ্যামেতিক বিষয়।

৪) সর্বোচ্চ স্তর বিশুদ্ধ বুদ্ধিলব্ধ প্রত্যয় বা জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা। প্লেটোর মতে, এই প্রকার জ্ঞান হল সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান। এটি সকল জ্ঞানের আদর্শ। এরূপ জ্ঞানের বিষয় হল জাতি বা আকার বা ধারণা।

এইভাবে প্লেটো তাঁর বিভিন্ন ডায়লগে জ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে বিশদ তাত্ত্বিক যুক্তির মাধ্যমে আলোচনা করেছেন। জ্ঞান কি এবং জ্ঞান কি নয় – উভয় দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর ধারণাতত্ত্ব এই জ্ঞানতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

৩.৩ এরিস্টটলের দর্শনঃ দর্শনতত্ত্বের আলোচনায় এরিস্টটলের দৃষ্টিভঙ্গি জগতমুখী, তথ্যানুসন্ধানী। তাই সুনির্দিষ্ট বৈজনানিক তথ্য সংগ্রহ করাই হল তাঁর দর্শনের মুল লক্ষ্য। ফলে এরিস্টটল দাবী করেন দার্শনিক ব্যাখ্যাকে হতে হবে বিজ্ঞানসম্মত বা যুক্তিসম্মত। কাব্যিক উপমার দ্বারা দার্শনিক সমস্যার সমাধান করা যায় না। তিনি বলেন জাগতিক সকল বিষয়ের জ্ঞানলাভের জন্য তাঁদের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়। তিনি এর জন্য অবরোহ ও আরোহ পদ্ধতি অবলম্বন করার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, যুক্তিবিজ্ঞান হল সকল প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রারম্ভিক শর্ত। তাই এরিস্টটল যুক্তিবিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানলাভের পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন।[২৬]

এইভাবে এরিস্টটলের দর্শনের বিষয়বস্তু আলোচনার ক্ষেত্রে উপমা কিংবা অলীক কাহিনীর পরিবর্তে বিচারবুদ্ধির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রে প্লেটোর অভিমতের সঙ্গে তার স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়।[২৭] বুদ্ধিবাদী হওয়া স্বত্ত্বেও প্লেটো অনেক সময় কাব্যিক উপমা ব্যবহার করেছেন এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের জ্ঞানকে মুল্যহীন বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এরিস্টটল বলেন বৈজ্ঞানিক বা যুক্তিবিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান বলতে বোঝায় সামান্য থেকে বিশেষকে, কিংবা কোন আপেক্ষিক ঘটনাকে তার মুল কারণ থেকে নিঃসৃত করা।[২৮] এই প্রকার জ্ঞান অবরোহ অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত হয়। তবে তিনি আরও দাবী করেন মানুষের জ্ঞান ইন্দ্রিয় লব্ধ বিষয় কিংবা বিশেষকে নিয়ে শুরু হয়। এইরূপ বিশেষ বিশেষ জ্ঞান থেকে সামান্যের জ্ঞানে উপনীত হওয়া যায়। এই প্রকার জ্ঞান আরোহের মাধ্যমে লব্ধ হয়। এইভাবে এরিস্টটল সামান্যের মতো বিশেষের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কাজেই এরিস্টটলের মতে, জ্ঞান বলতে বোঝায় কোন বিষয়ের জ্ঞান বা কোন বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান।

এরিস্টটল আত্মার দ্বিবিধ বৃত্তি স্বীকার করেন- ইন্দ্রিয় সংবেদন এবং বিচারবুদ্ধি।[২৯] ইন্দ্রিয় সংবেদন বা প্রত্যক্ষের দ্বারা বিশেষ বিশেষ বস্তু স্বরূপের জ্ঞান লব্ধ হয়, বিচারবুদ্ধির দ্বারা আত্মা সামান্য বা প্রত্যয়ের জ্ঞান লাভ করে থাকে। তবে ইন্দ্রিয় সংবেদনকে জ্ঞানের উৎস বলে স্বীকার করলেও তিনি বুদ্ধির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, বুদ্ধির দ্বিবিধ রূপ- নিষ্ক্রিয় বুদ্ধি ও সক্রিয় বুদ্ধি।[৩০] ইন্দ্রিয় সংবেদন, কল্পনা, স্মরণের মতো নিষ্ক্রিয় বুদ্ধি দৈহিক উত্তেজনার সাথে যুক্ত থাকায় দেহের বিনাশে এগুলির বিনাশ ঘটে। কিন্তু উচ্চস্তরের বুদ্ধি আত্মিক প্রকৃতির সাথে যুক্ত, তাই তা নিত্য ও অবিনশ্বর।[৩১] তবে এই সক্রিয় বুদ্ধির স্বরূপ কি হবে তা ঐশ্বরিক না নৈব্যক্তিক সে বিষয়ে পরবর্তীকালে এরিস্টটলের বিভিন্ন ভাষ্যকারের মধ্যে মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। তবে এরিস্টটল তাঁর দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব নামে স্বতন্ত্র শাখার কোন পরিচয় পাওয়া না গেলেও যুক্তিবিদ্যা ও আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বিচারবুদ্ধি তথা জ্ঞান সম্পর্কিত মতবাদের আলোচনা পাওয়া যায়। তবে তিনি জ্ঞানতত্ত্বের পরিবর্তে অধিবিদ্যার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অধিবিদ্যার দ্বারাই এরিস্টটলের দর্শনে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়।

৪) এরিস্টটলের দর্শনের পরবর্তী যুগঃ গ্রীক দর্শনের এই যুগে সক্রেটিস যুগের মতো দার্শনিক ভাবনার উৎকর্ষতা পরিলক্ষিত হয় না। এরিস্টটল পরবর্তী এই যুগে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক চেতনা ও জ্ঞানের প্রতি অনুরাগের অভাব লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞান সম্পর্কে নানা তাত্ত্বিক আলোচনার পরিবর্তে মানব জীবনের আদর্শ খোঁজার প্রচেষ্টা করা হয় এই দর্শন সম্প্রদায়গুলিতে। ফলে দর্শন হয়ে ওঠে মানবকেন্দ্রিক। এই যুগের অন্যতম কয়েকটি দর্শন সম্প্রদায় হল- স্টোয়িক দর্শন, এপিকিউরাসের দর্শন, সংশয়বাদী দর্শন ও নব্য প্লেটোনিক দর্শন। এদের মধ্যে স্টোয়িক দর্শনে হিরাক্লিটাস এবং এপিকিউরাসের দর্শনে ডেমোক্রিটাসের অভিমতের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়।

৪.১ স্টোয়িক দর্শনঃ স্টোয়িকদের মতে, আমাদের যাবতীয় জ্ঞান ইন্দ্রিয়লব্ধ এবং সকল প্রকার বস্তুকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানা যায়।[৩২] কাজেই স্টোয়িক দর্শনে সত্তা বলতে ইন্দ্রিয়গম্য জড়সত্তা ও জ্ঞান বলতে বস্তুগত সংবেদনকে বোঝায়। জাগতিক বস্তুর মতো আত্মা ও ঈশ্বর সবকিছুই জড়সত্তা। তবে নৈতিকতার প্রশ্নে তারা ছিলেন বুদ্ধিবাদী। তাঁদের মতে মানুষের প্রজ্ঞা হল জগতের প্রজ্ঞাময়তার অংশমাত্র।[৩৩] বিচারবুদ্ধি অনুসারে সৎগুনই হল জীবন। তাই বিচারবুদ্ধির দ্বারা আবেগ ও অনুভুতির নিয়ন্ত্রণ করে নৈতিক জীবন লাভ করা সম্ভব। নৈতিকতা সম্পুর্নভাবে বিচারবুদ্ধি নির্ভর। নৈতিকতার ব্যাখ্যায় স্টোয়িকরা সত্যকার মঙ্গল ও আপেক্ষিক মঙ্গলের মধ্যে পার্থক্য করে সত্যকার মঙ্গলকে শ্রেয় বলে অভিহিত করেছেন। সক্রেটিসের সঙ্গে সহমত পোষণ করে স্টোয়িকরা বলেন জ্ঞানীলোকেরা বাহ্যিক সম্পদের পরিবর্তে প্রকৃত মঙ্গলকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। এইভাবে স্টোয়িকদের নৈতিক দর্শন প্রজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ নীতিতত্ত্ব জ্ঞানতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

তবে স্টোয়িক দর্শনে বুদ্ধির প্রাধান্য থাকলেও একথা মনে করা হয় যে, জন্মের সময় মন থাকে সাদা অলিখিত কাগজের মতো। প্লেটো স্বীকৃত অন্তর ধারণার অস্তিত্ব তাঁরা সমর্থন করেন না।[৩৪] তাঁদের মতে, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়।[৩৫] ইন্দ্রিয়ানুভুতির মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিরূপগুলি আত্মায় আশ্রিত

থাকে। তবে উক্ত প্রতিরূপগুলি স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্বশীল হয় না। ইন্দ্রিয় প্রতিরূপের অনুরূপ কোন বিষয় যদি বাস্তবে অস্তিত্বশীল থাকে, তবে সেই প্রতিরূপ সত্য হয়ে থাকে। তবে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার দ্বারা জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া আরম্ভ হলেও বৌদ্ধিক বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া জ্ঞান প্রক্রিয়া সম্পুর্ন হয় না।[৩৬] মানবাত্মা নিষ্ক্রিয় ভাবে বাহ্যজগত থেকে এরূপ ধারণা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়।[৩৭] বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষিত হলে তা জ্ঞানে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে লক স্টোয়িকদের এরূপ জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ গ্রহণ করেন।

৪.২ এপিকিউরাসের দর্শনঃ এপিকিউরাসের মতে, জ্ঞানমাত্রই প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল, এর দ্বারা সুখ দুঃখের অনুভুতি জাগ্রত হয়।[৩৮] এপিকিউরাস তাঁর দর্শনে অনুকেন্দ্রিক জড়বাদ বা পরমাণুবাদ প্রচার করেন। তাঁর মতে, আমরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষিত বস্তুর প্রতিকৃতি গ্রহণ করে থাকি। প্রত্যক্ষের মাধ্যমে লব্ধজ্ঞান ইন্দ্রিয়গত ত্রুটি, দুর্বল ও ক্ষীন প্রতিরূপ, কিংবা সঠিক বিচার বিশ্লেষণের অভাবে ভ্রান্ত হতে পারে। তবে সাধারণ ভাবে বলা যায় প্রত্যক্ষের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান যথার্থ ও সুনিশ্চিত। তবে প্রত্যয় ছাড়া জ্ঞান গঠিত হতে পারে না। প্লেটোর অভিমতের বিরোধিতা করে এপিকিউরাস বলেন স্বাধীন, স্বতন্ত্র সামান্য ধারনা বলে কিছু নেই। কোন একটি শ্রেণীর একাধিক বস্তুকে নিয়ে সামান্য ধারণা বা প্রত্যয় গঠন করা যেতে পারে। কোন প্রত্যয়ের অনুরূপ বিষয় যদি বাস্তবে অস্তিত্বশীল থাকে, তবেই তা জ্ঞান পদবাচ্য হতে পারে। এইভাবে এপিকিউরাসের ভাবনার মধ্যে মধ্যযুগীয় নামবাদ ও আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদের সুত্রপাত ঘটে।

৪.৩ সংশয়বাদী দর্শনঃ জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে সংশয়বাদীদের বক্তব্য হল পরমসত্য সম্বন্ধে কোন কিছু জানা যায় না।[৩৯] জগতের স্বরূপ বিষয়ে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান কিংবা প্রজ্ঞা কোন কিছুর দ্বারা যথার্থ জ্ঞান লব্ধ হয় না অর্থাৎ জ্ঞানের কোন সম্ভাবনা তাঁরা স্বীকার করেন না।[৪০] তাই পরমসত্তা বা বস্তুগত সত্য সম্পর্কে সাধারণভাবে যে ধারণা পোষণ করা হয়, তা নিতান্তই লৌকিক ধারণামাত্র, যা সত্য বা মিথ্যা হতে পারে।[৪১] কাজেই সংশয়বাদীদের মতে কোন কিছুর সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যায় না বা সার্বজনীন সত্য বলে কিছু হয়না।[৪২]

৪.৪ নব্য প্লেটোনিক দর্শনঃ সংশয়বাদের প্রায় পাঁচশো বছর পরে নব্য প্লেটোনিক দর্শনের উদ্ভব ঘটে। এই দর্শন সম্প্রদায় মনে করে বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করে বস্তুর স্বরূপ জানা যায় না। বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরমসত্যকে লাভ করতে হলে পরস্পর বিরোধিতার সুত্রপাত ঘটে। তাই বিচারবুদ্ধি নয়, স্বজ্ঞা বা বোধির সাহায্যে পরমসত্তার জ্ঞান লাভ সম্ভব।[৪৩] ভিন্ন ভাষায় বলা যায় পরমসত্তাকে জানার একমাত্র উপায় হল বোধিজ্ঞান।

প্রকৃতপক্ষে দর্শন হল জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা। তাই দর্শনে বিচারবুদ্ধির স্থান সর্বাগ্রে। কিন্তু নব্য প্লেটোনিক দর্শনে বিচারবুদ্ধির দর্শন পরিণত হয়েছে বোধির দর্শনে, যেখানে বুদ্ধির পরিবর্তে ব্যক্তিগত অনুভুতি বা অতিন্দ্রিয় অনুভুতি বা স্বজ্ঞার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৪] সর্বোপরি এই দর্শনে খ্রীষ্টধর্মের প্রাধান্য থাকায় স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ হয় এবং দর্শনের অপমৃত্যু ঘটে। এর ফলে পরবর্তীকালে মধ্যযুগীয় দর্শনে স্বাধীন, স্বতন্ত্র বিচারবাদী ভাবনার পরিবর্তে ধর্মকেন্দ্রিক দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫) সিদ্ধান্তঃ আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে গভীর তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ প্রাচীন গ্রীক দর্শনে পরিলক্ষিত না হলেও জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনার এই ধারাকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে এই যুগেই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক তথা যুক্তিসংগত চিন্তাভাবনার সুত্রপাত ঘটে। তবে কোন সিদ্ধান্ত হিসাবে নয়, বৈজ্ঞানিক প্রকল্প হিসাবে এই দর্শনের গুরুত্ব রয়েছে। গ্রীক দর্শনের উৎপত্তির প্রথম পর্বে জ্ঞান সম্পর্কে সঠিক মনোভাব গড়ে না উঠলেও ক্রমোন্নতির বিভিন্ন পর্যায়ে পরবর্তী গ্রীক দর্শনে জ্ঞান সম্বন্ধে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। যেমন জ্ঞানের উৎস বুদ্ধি না অভিজ্ঞতা তা আধুনিককালে একটি আলোচ্য বিষয় হলেও এই আলোচনার সুত্রপাত সর্বপ্রথম পারমিনাইডিসের ভাবনায় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, জ্ঞানতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ন ধারা হল সংশয়বাদ, এর বীজ সোফিস্ট দর্শনে পাওয়া যায়। সর্বোপরি গ্রীক দর্শনের দ্বিতীয় যুগে বিশেষত

প্লেটোর দর্শনে জ্ঞান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ্য করা যায়, যদিও এরিস্টটল পরবর্তীযুগে এই ধারার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং বলা যায় আধুনিককালে জ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াদির যেমন জ্ঞানের স্বরূপ, জ্ঞানের উৎস- বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ প্রভৃতির যে ধারা প্রসারিত রয়েছে, সেই বিষয় সমূহের সন্ধান পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রীক দর্শনে। তাই দর্শনের ইতিহাসে প্রাচীন গ্রীক দর্শনে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার গুরুত্ব অপরিহার্য্য ভাবে স্বীকার করতে হয়।

তথ্য সহায়তাঃ

১। আউয়াল, মোঃ রবিউল, পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা (প্রাচীন ও মধ্যকালঃ থেলিস থেকে ওকাম), কবির পাবলিকেশান, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০১০-১১, পৃষ্ঠা-৬৫।

২। তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৬।

৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৭।

4. Stace, W.T., A Critical History of Greek Philosophy, Trinity Press, New Delhi, 1st Indian publication 1982, Page- 36.

5. Masih, Y., A Critical History of Western Philosophy, Motilal Banarsidass, Delhi, 5th edition, 1994, page- 13.

৬। আউয়াল, মোঃ রবিউল, পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা (প্রাচীন ও মধ্যকাল: থেলিস থেকে ওকাম), কবির পাবলিকেশান, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০১০-১১, পৃষ্ঠা- ১৬৬।

7. Masih, Y., A Critical History of Western Philosophy, Motilal Banarsidass, Delhi, 5th edition, 1994, page- 13.

8. Ibid

৯। আউয়াল, মোঃ রবিউল, পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা (প্রাচীন ও মধ্যকাল: থেলিস থেকে ওকাম), কবির পাবলিকেশান, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০১০-১১, পৃষ্ঠা- ২২৯।

১০) তালুকদার, আব্দুল হাই., পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিবৃত্, আলেয়া বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০১২, পৃষ্ঠা- ৭৪।

১১) Stace, W.T., A Critical History of Greek Philosophy, Trinity Press, New Delhi, 1st Indian publication 1982, Page-117.

১২) আউয়াল, মোঃ রবিউল, পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা(প্রাচীন ও মধ্যকাল: থেলিস থেকে ওকাম), কবির পাবলিকেশান, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০১০-১১, পৃষ্ঠা-২৪৫।

13. Stace, W.T., A Critical History of Greek Philosophy, Trinity Press, New Delhi, 1st Indian publication 1982, Page 144.

14. Masih, Y., A Critical History of Western Philosophy, Motilal Banarsidass, Delhi, 5th edition, 1994, page- 43.

১৫। আউয়াল, মোঃ রবিউল, পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা(প্রাচীন ও মধ্যকাল: থেলিস থেকে ওকাম), কবির পাবলিকেশান, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০১০-১১, পৃষ্ঠা-২৪৬।

১৬। সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস(প্রাচীন যুগ), ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৮০, পৃষ্ঠা- ১৩২।

17. Masih, Y., A Critical History of Western Philosophy, Motilal Banarsidass, Delhi, 5th edition, 1994, page- 42.
১৮। তালুকদার, আব্দুল হাই., পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিবৃত্ত, আলেয়া বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা,২০১২, পৃষ্ঠা-১০৯।
19. Masih, Y., A Critical History of Western Philosophy, Motilal Banarsidass, Delhi, 5th edition, 1994, page- 53
২০। সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস(প্রাচীন যুগ), ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৮০, পৃষ্ঠা- ১৮১।
২১। তালুকদার, আব্দুল হাই., পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিবৃত্ত, আলেয়া বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০১২, পৃষ্ঠা-১১২।
২২। সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস(প্রাচীন যুগ), ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৮০, পৃষ্ঠা- ১৮২।
23. Thilly, Frank., A History of Philosophy, Henry Holt and Company, New York, 1914, page- 60-61.
২৪। তালুকদার, আব্দুল হাই.,পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিবৃত্ত, আলেয়া বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০১২, পৃষ্ঠা-১১৩।
২৫। ভট্টচার্য্য, সমরেন্দ্র, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ- ২০০৫, পৃষ্ঠা-৪২-৪৪।
২৬। আউয়াল, মোঃ রবিউল, পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা(প্রাচীন ও মধ্যকাল: থেলিস থেকে ওকাম), কবির পাবলিকেশান, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০১০-১১, পৃষ্ঠা-৩৭১।
২৭। ভট্টচার্য্য, সমরেন্দ্র, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ- ২০০৫, পৃষ্ঠা-১১৭।
২৮। সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস(প্রাচীন যুগ), ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৮০, পৃষ্ঠা-২৮৩।
২৯। তদেব, পৃষ্ঠা-৩২৬।
30. Masih, Y., A Critical History of Western Philosophy, Motilal Banarsidass, Delhi, 5th edition, 1994, page- 106.
৩১। তালুকদার, আব্দুল হাই.,পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিবৃত্ত, আলেয়া বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা,২০১২ পৃষ্ঠা-১৫৮।
32. Thilly, Frank., A History of Philosophy, Henry Holt and Company, New York, 1914, page- 106.
33. Stace, W.T., A Critical History of Greek Philosophy, Trinity Press, New Delhi, 1st Indian publication 1982, Page-348.
34. Thilly, Frank, A History of Philosophy, Henry Holt and Company, New York, 1914, page- 105.
35. Turner, William, History of Philosophy, Guin and Company,1903, Page-166.
36. Ibid, Page-165.
37. Ibid, Page-165.
38. Ibid, Page-177.

39. Stace, W.T. A Critical History of Greek Philosophy, Trinity Press, New Delhi, 1st Indian publication 1982, Page- 361.
40. Turner, William, History of Philosophy, Guin and Company, 1903, Page-185.
৪১। রায়চৌধুরী, শুভব্রত, গ্রীক দর্শন, কলিকাতা বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৩, পৃষ্ঠা-৪২।
42. Turner, William, History of Philosophy, Guin and Company, 1903, Page-186.
৪৩। রায়চৌধুরী, শুভব্রত, গ্রীক দর্শন, কলিকাতা বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৩, পৃষ্ঠা-৪২।
৪৪। তদেব, পৃষ্ঠা-৪২।